পঞ্চম অধ্যায়

মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন

মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে স্থিতিশীল রাখা এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে মুদ্রানীতি অনুসৃত হচ্ছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মুদ্রানীতিতে মূল্যস্ফীতির হারকে ৬.০ শতাংশে সীমিত রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতির হার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য ব্যাপক মুদ্রা ও রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৩.৩ শতাংশ ও ১২.০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধির হার ৯.৭৮ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১৩.৩৫ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি হয় যথাক্রমে ১৪.২২ শতাংশ ও ১৮.৪৯ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ১১.৯৩ শতাংশ ও ১৫.৮৮ শতাংশ। অন্যদিকে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শেষে ৪.৬৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে ৪.৩৭ শতাংশে দাঁড়ায়। ব্যাপক মুদ্রার পরিমাণ জিডিপি'র অনুপাতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা গত ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে ৫১.৪৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও,আর্থিক সেবা বঞ্চিত ও তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনসাধারণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির (financial inclusion) আওতায় নিয়ে আসার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে উভয় পুঁজিবাজারের (ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ) কিছুটা অস্থিরতা পরিলক্ষিত হলেও সার্বিকভাবে মূল্যসূচক ও বাজার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পুঁজিবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারিদের আস্থা ফিরিয়ে এনে স্থিতিশীল ও যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কারমূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।

মুদ্রানীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

মূল্যস্তরসহ সামষ্টিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনই ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মুদ্রানীতির মূল উদ্দেশ্য। সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরের মতো চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মুদ্রানীতিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক, কর্মসংস্থান সহায়ক এবং পরিবেশবান্ধব প্রবৃদ্ধি অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতির আওতায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহের উদ্দেশ্য হলো যোগ্য ও উৎপাদনশীল খাতে ঋণ যোগান নিশ্চিত করার পাশাপাশি ঋণের গুণগত মানোন্নয়ন। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোর আগাম ও আমানতের অনুপাতের নির্দেশিত মাত্রার যৌক্তিকীকরণের পাশাপাশি সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার নিয়ামকসমূহ পরিপালনে গুরুত্ব আরোপ করেছে ।

বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশের নিচে সীমিত রেখে ৭.৪ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে অর্থবছর ২০১৭-১৮ এর মুদ্রানীতি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির পরিমিত অবস্থান, জোরালো আমদানি প্রবৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিতে উর্ধ্বমুখী ধারা বজায় রয়েছে এবং একইসাথে বিনিয়োগ কর্মকান্ড সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধকতা নিরসনে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। বিনিয়োগ ও উৎপাদন কর্মকান্ডে আসা এই জোরালো গতিবেগ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে বজায় থাকলে অর্থবছর শেষে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। অভ্যন্তরীণ এবং বৈশ্বিক চাহিদার তেজীভাব থেকে সৃষ্ট দেশীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধি, একইসাথে বন্যাজনিত কারণে শস্যাদির ব্যাপক ক্ষতিতে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে মূল্যস্ফীতির চাপ কিছুটা উর্ধ্বমুখী হয়েছে। তবে, চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে খাদ্য উৎপাদন উপকরণাদি, মূলধন যন্ত্রপাতি এবং নির্মাণ সম্পর্কিত আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানি প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, এসময় রপ্তানি প্রবৃদ্ধি পরিমিত থাকে। ফলে নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) এর ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি ঘটে। NFA এর এই ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি এবং ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের নিম্নমুখী ধারা রিজার্ভ মুদ্রার (RM) প্রবৃদ্ধি পরিমিত রেখে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। মূলত রাজস্ব আয় এবং সঞ্চয়-পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস হতে সরকারের ঋণ বৃদ্ধি পাওয়ায় চলতি অর্থবছরে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ

হ্রাস পায়। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণের এই নিম্নমুখী ধারা বেসরকারি খাতের জন্য ঋণের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে বিধায় বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতিতে পূর্বের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি করে ১৬.৮ শতাংশে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

এ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যাপক মুদ্রা এবং রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ১৩.৩০ শতাংশ এবং ১২ শতাংশে দাঁড়াবে বলে ধরা হয়েছে। এছাড়া, আমদানির বৈদেশিক পরিশোধ দায় বৃদ্ধির সম্ভাব্য মাত্রায় হ্রাস ধরেও NFA শূন্যের কোঠায় (০.১ শতাংশে) প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। মূলত ব্যাংকিং খাতের নীট বৈদেশিক সম্পদের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধিই আলোচ্য সময়ে ব্যাপক মুদ্রা প্রবৃদ্ধি হ্রাসে প্রভাব ফেলেছে।

চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে মূল আর্থিক সূচকসমূহ (Key Monetary Aggregates) মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার নিচে থাকায় এবং ঋণাত্মক নীট বৈদেশিক সম্পদ ও দেশীয় অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রসার তারল্য স্ফীতি রোধে সহায়ক বিবেচনায় রেপো ও রিভার্স রেপোর হার ২০১৮ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতিতে যথাক্রমে ৬.৭৫ ও ৪.৭৫ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়।

লেখচিত্র ৫.১: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানসমূহের গতিধারা (বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন)

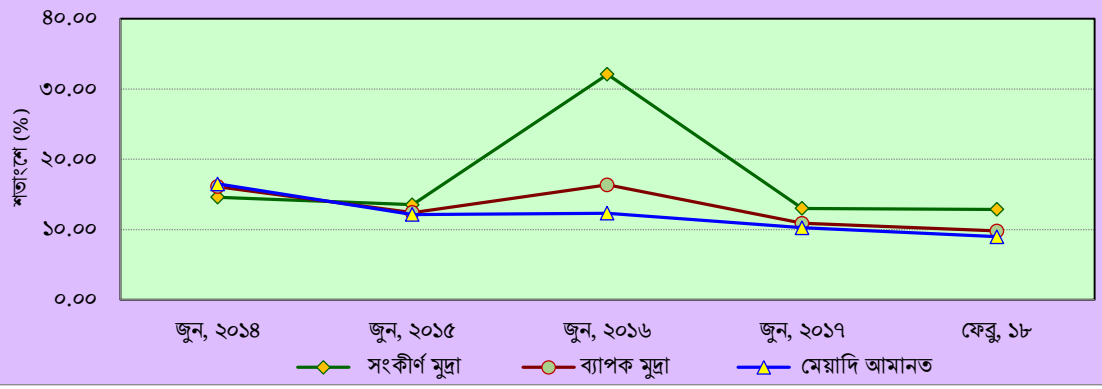

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে বছরভিত্তিতে (year-on-year) রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money), ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) এবং সংকীর্ণ মুদ্রার (Narrow Money) প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এসময়ে সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলেও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৮.৫৬ শতাংশ হওয়ায় ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি ও মুদ্রার স্বল্প প্রবৃদ্ধির (১২.৬৬ শতাংশ) ফলে সংকীর্ণ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লখেযোগ্য হারে কম হয়েছে। সারণি ৫.১-এ মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা দেখানো হলো।

সারণি ৫.১: মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন)

সূচক	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	ফেব্রু' ১৭	ফেব্রু' ১৮
সংকীর্ণ মুদ্রা	৬.৪২	১২.৬৫	১৪.৬০	১৩.৫৩	৩২.১০	১৩.০১	১৮.৭৭	১২.৮৭
ব্যাপক মুদ্রা	১৭.৩৯	১৬.৭১	১৬.০৯	১২.৪২	১৬.৩৫	১০.৮৮	১৩.৩৫	৯.৭৮
রিজার্ভ মুদ্রা	৮.৯৯	১৫.০২	১৫.৪৬	১৪.৩৩	৩০.১২	১৬.২৮	১৮.২৬	১০.০৯

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)

সংকীর্ণ মুদ্রা ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে ১৩.০১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৩২.১০ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ১২.৮৭ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১৮.৭৭ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে সংকীর্ণ মুদ্রার উপাদানের মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ১৪.০৮ শতাংশ ও তলবি আমানত ১১.৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-

বহির্ভূত মুদ্রা) ১৯.৫১ শতাংশ এবং তলবি আমানত ১৭.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ব্যাপক মুদ্রা (এম ২)

ব্যাপক মুদ্রার (এম ২) স্থিতি জুন ২০১৭ শেষে ১০,১৬,০৭৬.১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০১৬ শেষে ৯,১৬,৩৭৭.৯ কোটি টাকা ছিল। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে) ব্যাপক মুদ্রা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০,৫১,৫৪৬.৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৩৫ শতাংশ। ব্যাপক মুদ্রার উপাদান হলো সংকীর্ণ মুদ্রা ও মেয়াদি আমানত। আলোচ্য অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় মেয়াদি আমানত ৮.৯৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শেষে ১২.০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সারণি- ৫.২-এ ব্যাপক মুদ্রার (এম ২) উপাদানগুলোর তুলনামূলক অবস্থা এবং লেখচিত্র ৫.১ ও ৫.২ এ যথাক্রমে ব্যাপক মুদ্রা (এম ২) পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর গতিধারা ও উপাদানভিত্তিক শতকরা বিভাজন উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৫.২: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

সূচক	জুন ২০১৪	জুন ২০১৫	জুন ২০১৬	জুন ২০১৭	ফেব্রুয়ারি ২০১৭	ফেব্রুয়ারি ২০১৮
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	১৬০০৫৬.৬	১৮৯২২৮.৮	২৩৩১৩৫.৬	২৬৬৬৯৭.০	২৫২৪৯৮.৩	২৬২৩৫৬.৯
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৫৪০৫৬৬.৯	৫৯৮৩৮৪.৯	৬৮৩২৪২.৩	৭৪৯৩৭৯.১	৭০৫৩৮৮.২	৭৮৯১৮৯.৯
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ[১/]	৬৩৭৯০৬.২	৭০১৫২৬.৫	৮০১২৮০.১	৮৯০৬৭০.২	৮৩৬৮৮০.৩	৯৫৫৮৫২.৯
১) সরকারি খাত (নীট)	১১৭৫২৯.৪	১১০২৫৭.৩	১১৪২১৯.৬	৯৭৩৩৩.৫	৯৩৫২৫.৬	৭৫০৬৯.৩
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	১২৭৩৬.৯	১৬৬৬৯.৮	১৬০৫১.১	১৭২৮০.২	১৫৬৫৩.৬	১৮৫৫৮.৮
৩) বেসরকারি খাত	৫০৭৬৩৯.৯	৫৭৪৫৯৯.৪	৬৭১০০৯.৪	৭৭৬০৫৬.৫	৭২৭৭০১.১	৮৬২২২৪.৮
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৯৭৩৩৯.৩	-১০৩১৪১.৬	-১১৮০৩৭.৮	-১৪১২৯১.১	-১৩১৪৯২.১	-১৬৬৬৬৩.০
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	১৪১৬৪৫.১	১৬০৮১৩.৮	২১২৪৩০.৭	২৪০০৭৮.৫	২০০৭১১.৩	২২৬৫৪৫.৮
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	৭৬৯০৮.৪	৮৭৯৪০.৮	১২২০৭৪.৫	১৩৭৫৩১.৮	১১২৪৯৯.৭	১২৮৩৩৮.১
খ) তলবি আমানত[১/]	৬৪৭৩৬.৭	৭২৮৭৩.০	৯০৩৫৬.২	১০২৫৪৬.৭	৮৮২১১.৬	৯৮২০৭.৭
৪. মেয়াদি আমানত	৫৫৮৯৭৮.৪	৬২৬৭৯৯.৯	৭০৩৯৪৭.২	৭৭৫৯৯৭.৬	৭৫৭১৭৫.২	৮২৫০০১.০
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২){(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	৭০০৬২৩.৫	৭৮৭৬১৩.৭	৯১৬৩৭৭.৯	১০১৬০৭৬.১	৯৫৭৮৮৬.৫	১০৫১৫৪৬.৮
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	৪১.৩৩	১৮.২৩	২৩.২০	১৪.৪০	১৭.৬২	৩.৯০
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১০.২৬	১০.৭০	১৪.১৮	৯.৬৮	১১.৯০	১১.৮৮
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১১.৫৭	৯.৯৭	১৪.২২	১১.১৬	১১.৯৩	১৪.২২
১) সরকারি খাত (নীট)	৬.৭২	-৬.১৯	৩.৫৯	-১৪.৭৮	-৮.৯৩	-১৯.৭৩
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	৩৪.৭১	৩০.৮৮	-৩.৭১	৭.৬৬	-৮.০৩	১৮.৫৬
৩) বেসরকারি খাত	১২.২৭	১৩.১৯	১৬.৭৮	১৫.৬৬	১৫.৮৮	১৮.৪৯
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	১৯.৪৬	৫.৯৬	১৪.৪৪	১৯.৭০	১২.০৯	২৬.৭৫
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	১৪.৬০	১৩.৫৩	৩২.১০	১৩.০১	১৮.৭৭	১২.৮৭
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	১৩.৮৫	১৪.৩৪	৩৮.৮১	১২.৬৬	১৯.৫১	১৪.০৮
খ) তলবি আমানত	১৫.৫০	১২.৫৭	২৩.৯৯	১৩.৪৯	১৭.৮৪	১১.৩৩
৪. মেয়াদি আমানত	১৬.৪৮	১২.১৩	১২.৩১	১০.২৪	১২.০০	৮.৯৬
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২) {(১)+(২) অথবা (৩)+(৪)}	১৬.০৯	১২.৪২	১৬.৩৫	১০.৮৮	১৩.৩৫	৯.৭৮

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, নোট: ১/ পুঞ্জিভূত সুদ অন্তর্ভুক্ত, ২/ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি এজেন্সিগুলোর আমানত অন্তর্ভুক্ত

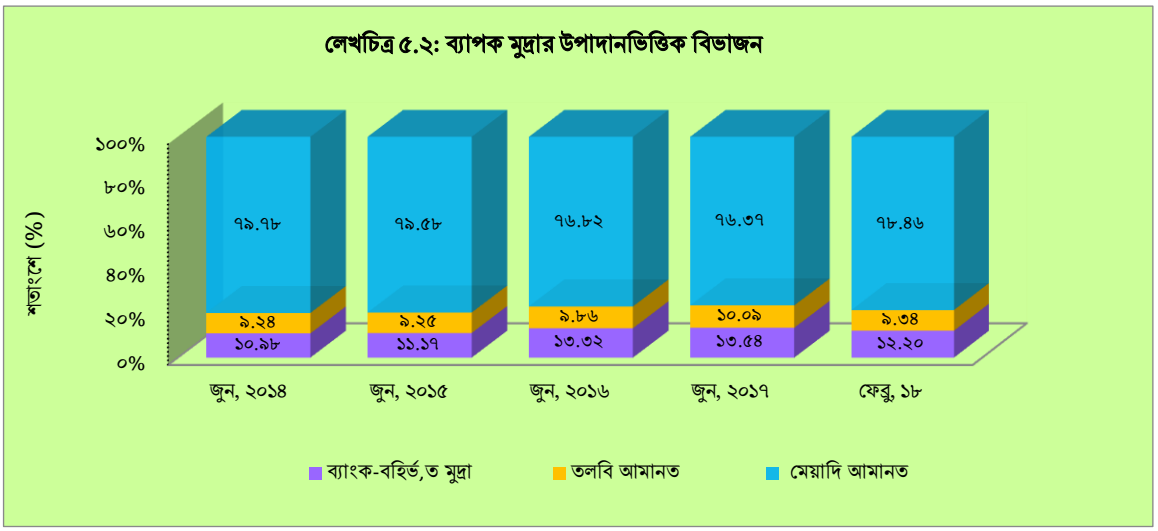

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১১.১৬ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৪.২২ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১৪.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে বৃদ্ধির হার ১১.৯৩ শতাংশ থেকে বেশি। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৮.৪৯ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৫.৮৮ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ হ্রাস পায় ১৯.৭৩ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে হ্রাস পেয়েছিল ৮.৯৩ শতাংশে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে সরকারি খাতের নীট ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ৭.৮৫ শতাংশ। বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ৯০.২০ শতাংশ, যা জুন ২০১৭ শেষে ৮৭.১৩ শতাংশ ছিল।

রিজার্ভ মুদ্রা

২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে রিজার্ভ মুদ্রার স্থিতি ২,২৪,৬৫৯.৪০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে ১,৯৩,২০১.০০ কোটি টাকা ছিল। জুন ২০১৬ এর তুলনায় জুন ২০১৭ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ১৬.২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৩০.১২ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৫.১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ২৩.৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ৫.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়; ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৮.৩০ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ১০.০৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একইসময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৮.২৬ শতাংশ।

সারণি ৫.৩: রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন ২০১৪	জুন ২০১৫	জুন ২০১৬	জুন ২০১৭	ফেব্রুয়ারি ২০১৭	ফেব্রুয়ারি ২০১৭
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	৮৫৪৮৫.২	৯৮১৫৩.৯	১৩২৩০৪.৯	১৫১২৬৫.২	১২৩৫০৭.৮	১৪১১২১.৪
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৪৩৯৯৭.৭	৪৯৮৩৮.৯	৬০২৯৯	৭২৭৩২.৭	৬৭১০৫.২	৬৮৬৭৯.৬
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৩৯২.৪	৪৮৯.২	৫৯৭.১	৬৬১.৫	৬৩৯.৯	৭৪৮.৪
৪. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২+৩)	১২৯৮৭৫.৩	১৪৮৪৮২.০	১৯৩২০১.০	২২৪৬৫৯.৪	১৯১২৫২.৯	২১০৫৪৯.৪
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	১৩.৪২	১৪.৮২	৩৪.৭৯	১৪.৩৩	১৯.০৩	১৪.২৬
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	১৯.৫৫	১৩.২৮	২০.৯৯	২০.৬২	১৬.৯২	২.৩৫
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	২৫.০৯	২৪.৬৭	২২.০৬	১০.৭৯	১৩.৬০	১৬.৯৬
৪. রিজার্ভ মুদ্রা	১৫.৪৬	১৪.৩৩	৩০.১২	১৬.২৮	১৮.২৬	১০.০৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ৫.৪: রিজার্ভ মুদ্রার উৎস

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন ২০১৪	জুন ২০১৫	জুন ২০১৬	জুন ২০১৭	ফেব্রুয়ারি ২০১৭	ফেব্রুয়ারি ২০১৭
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	১৪৭৪৯৬.৬	১৭৭৩৯৩.৭	২১৮৮৮৯.৪	২৫২০২৭	২৪০১৯১.৫	২৫৩৫৭০.৭
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-১৭৬২১.৩	-২৮৯১১.৭	-২৫৬৮৮.৪	-২৭৩৬৭.৬	-৪৮৯৩৮.৬	-৪৩০২১.৩
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী	১৫৫৯৫.২	১৩২৭৬.১	২৬৩৮০.৫	২৫১৬৬.৫	১১৩৩৮.৫	১৯২০২.৬
ক.১. সরকারের নিকট	৩৮৪০.৬	৮১০.৫	১৩৩৭৩.৭	১২৯৭৭.৭	-৪৭০.৩	৭০৭৮.৪
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	১২০২.৭	২১৬০.৮	২০১৫.৫	২১৫৭.৮	১৮৭১.৩	২২১১.১
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	৬২৭৯.২	৫৬৫৯.২	৬০২৪.৪	৫০৫৪.৪	৫০৯৭.৫	৪৯৯২.৪
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানত গ্রহণকারী সংস্থার নিকট	৪২৭২.৭	৪৬৪৫.৬	৪৯৬৬.৯	৪৯৭৬.৬	৪৮৪০.০	৪৯২০.৭
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৩৩২১৬.৫	-৪২১৮৭.৮	-৫২০৬৮.৯	-৫২৫৩৪.১	-৬০২৭৭.১	-৬২২২৩.৯
৩. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২)	১২৯৮৭৫.৩	১৪৮৪৮২.০	১৯৩২০১.০	২২৪৬৫৯.৪	১৯১২৫২.৯	২১০৫৪৯.৪
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	৪২.৮৬	২০.২৭	২৩.৩৯	১৫.১৪	১৮.৩০	৫.৫৭
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-২৯০.৬৪	৬৪.০৭	-১১.১৫	৬.৫৪	১৮.৪৭	-১২.০৯
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী	-৬৩.৫৮	-১৪.৮৭	৯৮.৭১	-৪.৬০	-১৮.৭৯	৬৯.৩৬
ক.১. সরকারের নিকট	-৮৫.৮১	-৭৮.৯০	১৫৫০.০৬	-২.৯৬	-১৪২.৭২	-১৬০৫.০৮
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	-১১.২১	৭৯.৬৬	-৬.৭২	৭.০৬	-১০.০৯	১৮.১৬
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	-৩৮.৫৫	-৯.৮৭	৬.৪৫	-১৬.১০	-১৪.৪২	-২.০৬
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট	২.২১	৮.৭৩	৬.৯২	০.২০	০.৩৪	১.৬৭
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১.০৮	২৭.০১	২৩.৪২	০.৮৯	৯.০৬	৩.২৩
৩. রিজার্ভ মুদ্রা	১৫.৪৬	১৪.৩৩	৩০.১২	১৬.২৮	১৮.২৬	১০.০৯

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ৩৯৬.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে ১২,৫৬৩.২০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ১৬.১০ শতাংশ হ্রাস পায়, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ৬.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ৭,৫৪৮.৭০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১,৫৭১.২০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ২.০৬ শতাংশ হ্রাস পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৪.৪২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। একই সময়ে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় খাতের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী ১৮.১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১০.০৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

মুদ্রার গুণক (Money Multiplier)

২০১৬-১৭ অর্থবছরে রিজার্ভ মুদ্রার তুলনায় ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি কম হওয়ায় ব্যাপক মুদ্রা গুণক জুন ২০১৬ শেষে ৪.৭৪৩ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন ২০১৭ শেষে ৪.৫২৩ এ দাঁড়ায়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে মুদ্রা গুণক ৫.০০০ এ দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে রিজার্ভ-আমানত অনুপাত ০.০৮৭ এবং মুদ্রা-আমানত অনুপাত ০.১৩৯ হয়।

মুদ্রার আয় গতি (Income Velocity of Money)

মুদ্রার আয় গতি বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে ১.৯৪ শতাংশে দাঁড়ায় যা ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে ১.৮৯ শতাংশ ছিল। সারণি ৫.৫ এবং লেখচিত্র ৫.৩-এ জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা দেখানো হলোঃ

লেখচিত্র ৫.৩: জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা

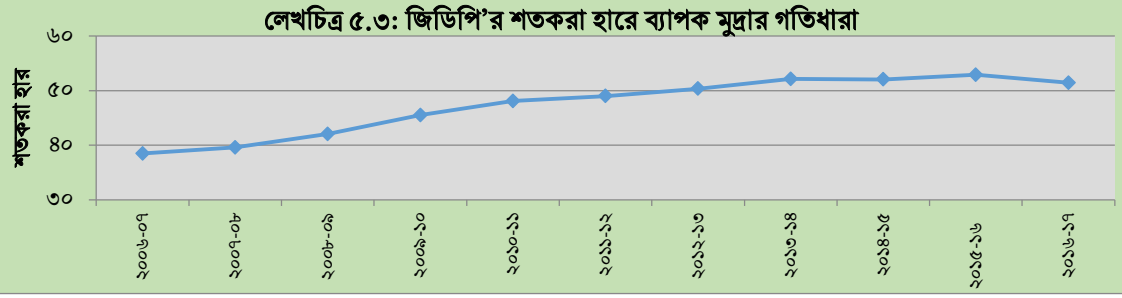

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৫.৫:মুদ্রার আয় গতিধারা

(বিলিয়ন টাকায়)

	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)	ব্যাপক মুদ্রা (M2) (জুন শেষে)	মুদ্রার আয় গতি (GDP/M2)	ব্যাপক মুদ্রার (জিডিপি'র শতকরা হার)
২০০৫-০৬	৪৮২৩.৪	১৮০৬.৭	২.৬৭	৩৭.৪৬
২০০৬-০৭	৫৪৯৮.০	২১১৫.০	২.৬০	৩৮.৪৭
২০০৭-০৮	৬২৮৬.৮	২৪৮৭.৯	২.৫৩	৩৯.৫৭
২০০৮-০৯	৭০৫০.৭	২৯৬৫.০	২.৩৮	৪২.০৫
২০০৯-১০	৭৯৭৫.৪	৩৬৩০.৩	২.২০	৪৫.৫২
২০১০-১১	৯১৫৮.৩	৪৪০৫.২	২.০৮	৪৮.১০
২০১১-১২	১০৫৫২.০	৫১৭১.১	২.০৪	৪৯.০১
২০১২-১৩	১১৯৮৯.২	৬০৩৫.১	১.৯৯	৫০.৩৪
২০১৩-১৪	১৩৪৩৬.৭	৭০০৬.২	১.৯২	৫২.১৪
২০১৪-১৫	১৫১৫৮.০২	৭৮৭৬.১	১.৯২	৫২.০৪
২০১৫-১৬	১৭৩২৮.৬৪	৯১৬৩.৮	১.৮৯	৫২.৮৮
২০১৬-১৭	১৯৭৫৮.১৫	১০১৬০.৮	১.৯৪	৫১.৪৩
২০১৭-১৮সা	২২৩৮৪.৯৮	১০৫১৫.৫*	-	-

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, বিবিএস এবং বাজেট, অর্থ মন্ত্রণালয়।
সা=সাময়িক। *ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত

সুদের হার পরিস্থিতি

ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সুদ হার যৌক্তিকীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সময় উপযোগী নির্দেশনা ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও অব্যাহত রয়েছে। এসএমই খাতসহ অন্যান্য খাতে ঋণের সুদ হার যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের লক্ষ্যে ক্রেডিট কার্ড ও ভোক্তা ঋণ ছাড়া অন্যান্য ঋণ এবং আমানতের গড়-ভারিত সুদ হারের ব্যবধান বা intermediation spread নিম্নতর এক অংক (lower single digit) অর্থাৎ অনুর্ধ্ব ৫ শতাংশ পর্যায়ে সীমিত রাখার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ প্রদানের সুদের হার এবং আমানতের সুদের হার ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শেষে ১০.৯১ শতাংশ ছিল, যা কিছুটা হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শেষে ৯.৭৭ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে তা আরো হ্রাস পেয়ে ৯.৫৫ শতাংশে দাঁড়ায়। একইভাবে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শেষে ৬.১০ শতাংশ ছিল যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শেষে হ্রাস পেয়ে ৫.০৮ শতাংশে দাঁড়ায় এবং আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৫.১৮ শতাংশে দাঁড়ায়। আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান (spread) ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শেষের ৪.৬৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে ৪.৩৭ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মাসভিত্তিক ঋণের ভারিত গড় সুদ হার, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান লেখচিত্র- ৫.৪-এ দেখানো হলো।

লেখচিত্র ৫.৪: ভারিত গড় ঋণ ও আমানত সুদ হারের গতিধারা

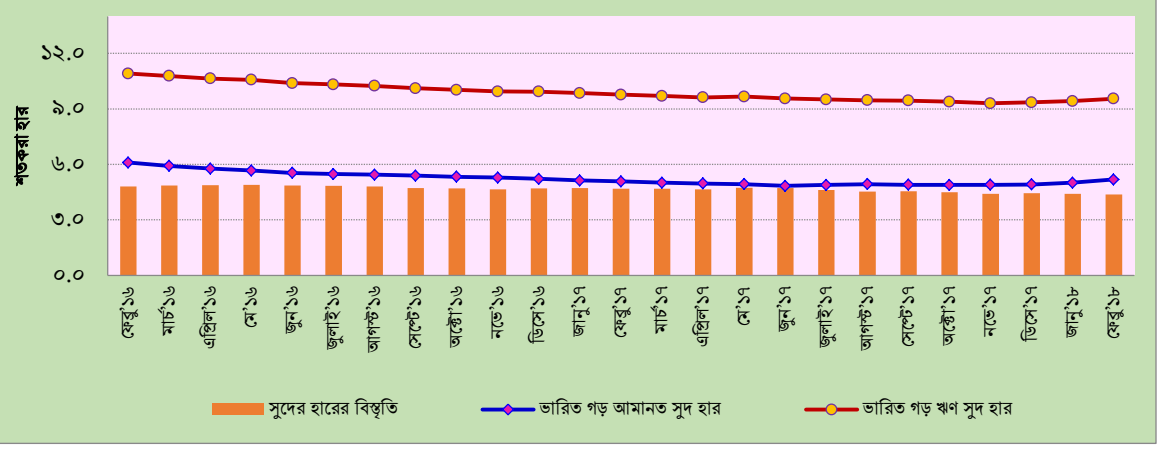

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

আর্থিক বাজার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের আর্থিক বাজার মূলত ব্যাংক ও ব্যাংক-বহির্ভূত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাজার নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (SOCBs), বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক (PCBs), বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক (FCBs), সরকারি মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক (SBs), ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (NBFIs), ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB), হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন (HBFC) এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন (BSEC)।

ব্যাংকিং খাত

ফেব্রুয়ারি ২০১৮ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৫৭টি তফসিলি ব্যাংক রয়েছে, যার মধ্যে ৬টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ২টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৪০টি স্থানীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক। তফসিলভুক্ত নয় এমন ৬টি ব্যাংকও কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে; সে ব্যাংকগুলো হলো- বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, জুবিলী ব্যাংক এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে ব্যাংকের ধরন অনুযায়ী বাংলাদেশের ব্যাংক কাঠামো এবং ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে মোট আমানত ও সম্পদের শতকরা অংশ সারণি-৫.৬ এ সন্নিবেশিত হলোঃ

সারণি: ৫.৬: বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা কাঠামো

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা *			মোট সম্পদের শতকরা অংশ **	মোট আমানতের শতকরা অংশ **
		শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট		
১। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬	১৩৭২	২৩৪৯	৩৭২১	**২৫.৮৭**	**২৬.৮০**
২। বিশেষায়িত ব্যাংক	২	১১০	১২৯৭	১৪০৭	**২.৪৩**	**২.৭৪**
৩। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪০	২৭৮৪	১৯৮২	৪৭৬৬	**৬৭.০৭**	**৬৬.৩০**
৪। বিদেশি ব্যাংক	৯	৬৯	০	৬৯	**৪.৬২**	**৪.১৬**
মোট	**৫৭**	**৪৩৩৫**	**৫৬২৮**	৯৯৬৩	১০০	১০০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

* ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত, ** ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত।

ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৫৭টি তফসিলি ব্যাংক ৯,৯৬৩টি শাখার মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে শহরাঞ্চলে ৪,৩৩৫টি (৪৩.৫১ শতাংশ) এবং গ্রামাঞ্চলে ৫,৬২৮টি (৫৬.৪৯ শতাংশ) শাখা অবস্থিত। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর শাখার মধ্যে ১,৩৭২টি (শতকরা ৩৬.৮৭ ভাগ) শহরাঞ্চলে ও ২,৩৪৯টি (৬৩.১৩ শতাংশ) গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত, স্থানীয় বেসরকারি ব্যাংকের শাখার মধ্যে ২,৭৮৪টি (৫৮.৪১ শতাংশ) শহরাঞ্চলে ও ১,৯৮২টি (৪১.৫৯ শতাংশ) গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত, বিশোষায়িত ব্যাংকের শাখার মধ্যে ১১০টি (শতকরা ৭.৮২ ভাগ) শহরাঞ্চলে ও ১,২৯৭টি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত (৯২.১৮ শতাংশ) এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোর ৬৯টি শাখার সবগুলোই শহরাঞ্চলে অবস্থিত। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট সম্পদের ৬৭.০৭ শতাংশ এবং মোট আমানতের ৬৬.৩০ শতাংশ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্তর্গত। একই সময় পর্যন্ত মোট সম্পদের ২৫.৮৭ শতাংশ এবং মোট আমানতের ২৬.৮০ শতাংশ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্তর্গত।

ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ, পরিবহণ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত কার্যরত মোট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৪টি। এসব প্রতিষ্ঠানের মোট ২৫৭টি শাখা দেশের বিভিন্ন স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১১,৫১২.১৭ কোটি টাকা। তন্মধ্যে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৭,৪৬৯.৮২ কোটি টাকা এবং মোট জামানতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬,৮০০.২৭ কোটি টাকা। শিল্প, বাণিজ্য, গৃহায়ণ ছাড়াও দেশের পুঁজিবাজারে এসব প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করে থাকে। ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে পুঁজিবাজারে প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,১৮৪.৪৯ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬১,৫৯৬.১৯ কোটি টাকা।

ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবিধ পণ্য ও সেবার অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে এবং

প্রতিষ্ঠানসমূহকে দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য 'Guidelines on Products and Services of Financial Institutions in Bangladesh' জারি করা হয়। তাছাড়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য 'Guidelines on the Base Rate System for Non-Bank Financial Institutions' জারি করা হয়। উক্ত গাইডলাইনের আলোকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তহবিল ব্যয় সূচক (Cost of Fund Index) মাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়াও দুর্বল ও সমস্যাগ্রস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সনাক্ত করার মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য 'Guidelines on Early Warning System for Weak and Problem Financial Institutions' প্রণয়ন করা হয়। তাছাড়াও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ও ঝুঁকিসমূহ সুষ্ঠুভাবে তদারকির জন্য বাৎসরিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর উপর ভিত্তি করে Diagnostic Review Report (DRR) প্রস্তুত করা হচ্ছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কলমানি বাজার থেকে ঋণ গ্রহণের ভিত্তি 'নীট সম্পদ' থেকে পরিবর্তন করে 'ইক্যুইটি' করার নির্দেশনা সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করা হয়। কমার্সিয়াল পেপার ইস্যু, বিনিয়োগ, Guarantor এবং Issuing and Paying Agent হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিপালনীয় বিষয় নির্ধারণের লক্ষ্যে 'Guidelines on Commercial Paper for Financial Institutions' জারি করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে সততা, নৈতিকতা, দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি এবং পণ্য ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে একটি 'Code of Conduct for Banks and Non-Bank Financial Institutions' প্রণয়ন করা হয়। উক্ত Code of Conduct পরিপালনের লক্ষ্যে এর গাইডলাইনের আলোকে ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখের মধ্যে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তাদের স্ব স্ব Code of Conduct প্রণয়ন করতে ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে Code of Conduct for Banks and Non-Bank Financial Institutions সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় উন্নয়নশীল একটি দেশের এগিয়ে চলার জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি একটি অন্যতম হাতিয়ার। দেশের টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক সেবা বঞ্চিত ও তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনসাধারণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নিম্নে কয়েকটি উদ্যোগ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

- সমাজের সুবিধা বঞ্চিত এবং আর্থিক সেবা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন সময়ে সার্কুলার জারি করে ন্যূনতম ১০ টাকা জমাকরণের মাধ্যমে কৃষক, তাঁতি, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী ক্ষুদ্র কারখানার কারিগর, তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের জন্য ব্যাংকে হিসাব খোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ কাতারে যুক্ত হয়েছে বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীগণ। বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে একীভূত ১১১টি পূর্বতন ছিটমহলবাসীগণ যাতে ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খুলতে পারে সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সকল তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাংকগুলো যাতে হিসাব খোলা ও পরিচালনার নামে কোনরূপ সার্ভিস চার্জ বা ফি আদায় না করে সে মর্মেও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত এ খাতে প্রায় ১,৭৪,৩৩,২১৭টি হিসাব খোলা হয়েছে।
- আর্থিক সেবাবঞ্চিত তৃণমূল জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবীদের প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে এবং তাদের আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডকে বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে সহজতর শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। উক্ত তহবিল হতে একজন গ্রাহক এককভাবে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার এবং দলগতভাবে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করতে পারে। গ্রাহক পর্যায়ে এ ঋণের সর্বোচ্চ সুদ হার ৯.৫ শতাংশ যা ক্রমহ্রাসমান

স্থিতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। এ স্কীমের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত গ্রাহক পর্যায়ে প্রায় ৮১.১৯ কোটি টাকার ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এই পর্যন্ত ৪০টি ব্যাংক এই স্কীমের আওতায় অংশগ্রহণমূলক চুক্তি সম্পাদন করেছে।

- পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যাংকে জমা করা ও তাদের ভবিষ্যত সুরক্ষার জন্য ২০১৪ সালে চালুকৃত ১০ টাকার বিশেষ হিসাব খোলার নীতিমালা শিথিল করা হয়েছে। বর্তমানে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের পিতামাতা (Biological Parents) থাকলে, সেক্ষেত্রে পিতা ও মাতার মধ্যে যে কোন একজন এবং পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোরের যৌথ স্বাক্ষরে হিসাবটি পরিচালনা করা যাবে। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের নামে খোলা হিসাব সংখ্যা ৪,৫৪৪ টি এবং জমার পরিমাণ ২৭.১১ লক্ষ টাকা। পথশিশুদের মধ্যে ব্যাংকে হিসাব খোলা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যও Save the children, USA এর সাথে যৌথভাবে বেশ কিছু কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।

  আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের বিশ্বব্যাপী একটি নেটওয়ার্ক হলো অ্যালায়েন্স ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (এএফআই)। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য গুণগত আর্থিক সেবার প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধিতে বিশ্বের নীতিনির্ধারকদের ক্ষমতায়ন করাই এএফআই'র মূল উদ্দেশ্য। বর্তমানে বিশ্বের ৯৫টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসহ ১১৪টি প্রতিষ্ঠান এ সংস্থার সদস্য। ২০০৯ সালের জুন মাস থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক এ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর এএফআই'র পরিচালনা পর্ষদের একজন অন্যতম সদস্য। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (MRA) এ সংস্থার সহযোগী সদস্য। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 'AFI Joint Learning Program on Digital Financial Services, 2017' অনুষ্ঠিত হয়।

- মধ্য ও স্বল্পমেয়াদি ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাইরে দেশের অন্যান্য এলাকায় বিশেষত নগর-বহির্ভূত ও গ্রামীণ এলাকায় বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান বিকাশে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ১৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর মধ্যে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ১,৫৭৩ কোটি টাকা) উন্নয়ন সহায়তা সম্বলিত 'Second Small and Medium-Sized Enterprise Development Project-2 (SMEDP-2)' প্রকল্পের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পের বাস্তবায়নের মেয়াদ জুন ২০২১ পর্যন্ত। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ২৯ টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (PFI) সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে PFI সমূহ পুনঃঅর্থায়ন আবেদন করেছে।

স্কুল ব্যাংকিং

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অন্যতম একটি পদক্ষেপ হল স্কুল ব্যাংকিং। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮ বছরের কম বয়সের শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং সেবা ও আধুনিক ব্যাংকিং প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করার পাশাপাশি সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে দেশের আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসা হলো স্কুল ব্যাংকিংয়ের লক্ষ্য। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক এ সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা জারী করে। গাইডলাইন অনুযায়ী ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত যেকোন শিক্ষার্থী তার পিতা-মাতা/অভিভাবকের সহায়তায় ন্যূনতম ১০০ টাকা জমার মাধ্যমে স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুলতে পারবে। এছাড়াও এসব ব্যাংক হিসাবে আকর্ষণীয় মুনাফা প্রদান, সার্ভিস চার্জ গ্রহণ না করা, এটিএম/ডেবিট কার্ড প্রদানসহ বিভিন্ন বিশেষ সুবিধা প্রদান এবং স্কুল কেন্দ্রিক আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রসার ঘটছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪,৫৩,৯৩৬টি স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খোলা হয়েছে। উক্ত হিসাবসমূহের বিপরীতে মোট জমা হয়েছে ১,৩৬২.৯৬ কোটি টাকা। বাংলাদেশে কার্যরত ৫৭টি তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত মোট ৫৬টি ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আর্থিক শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোকে কর্ম এলাকার মধ্যে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত বিরতিতে শিক্ষার্থীদের সঞ্চয় সংগ্রহের জন্য ভ্রাম্যমাণ কাউন্টার স্থাপনসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণেরও পরামর্শ প্রদান করা হয়। স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমকে

অধিকতর গতিশীলকরণে ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে অনলাইন/মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফিসহ অন্যান্য সকল প্রকার ফি/চার্জ সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সংস্কার

বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে অধিকতর সুসংহত করে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক বাজারের শক্তিশালী অবকাঠামো উন্নয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান ক্ষমতার উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ)-এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক 'ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট-এফএসএসপি' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ২,৭৫১ কোটি টাকা যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়ন ৩৯৩.০০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২,৩৫৮ কোটি টাকা। প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদকাল ০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত।

বাংলাদেশের আর্থিক খাতকে অধিকতর সুসংহত করে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক বাজারের শক্তিশালী অবকাঠামো প্রয়োজন। পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপক ভূমিকা বিবেচনায় এসব প্রতিষ্ঠান অধিকতর দক্ষতা ও কার্যকারীতার সাথে তত্ত্বাবধান ও তদারকির জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এছাড়াও, দেশের উৎপাদনশীল খাতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সুবিধার অপ্রতুলতার কারণে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের অভাবে উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলো প্রয়োজনীয় মূলধনী যন্ত্রপাতি ক্রয়, ব্যবসা সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এফএসএসপি-এর আওতায় এ সকল সমস্যা দূরীকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

এফএসএসপি'র আওতায় নিম্নোক্ত ৩টি প্রধান কম্পোনেন্টের অধীনে নানাবিধ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে-

১. আর্থিক বাজারে অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ

এ কম্পোনেন্টের লক্ষ্য হল বাংলাদেশের আর্থিক তথ্য-প্রযুক্তি খাত আরো জোরদারকরণ, বিশেষত (ক) পেমেন্ট ও সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক পরিশোধ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ; বিশেষত সরকারি পরিশোধ ব্যবস্থা, (খ) ঋণ তথ্য ব্যুরোর সরবরাহকৃত তথ্যের মান বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্রঋণ তথ্য অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে ঋণ তথ্য ব্যুরোর আওতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন, (গ) বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কাঠামো শক্তিশালীকরণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থিক সিস্টেমের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং (ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে উন্নততর আর্থিক বাজারের জন্য স্থিতিশীল এবং নিরাপদ প্লাটফর্ম নিশ্চিতকরণ। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং, আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকিং নীতি ও প্রবিধি, ব্যাংকিং তত্ত্বাবধান, তথ্য-প্রযুক্তি, মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি বিশেষায়িত ক্ষেত্রে সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত এ কম্পোনেন্টের আওতায় বিভিন্ন পদে ৪ জন উপদেষ্টা তাঁদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া ৪টি আইটি প্যাকেজ ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

২. প্রবিধি ও তত্ত্বাবধান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

এ কম্পোন্যান্টের আওতায় প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশনগুলোকে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতি-পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানসহ ব্যাসেল-৩ কাঠামো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতিমূলক নানাবিধ উদ্যোগ, ব্যাংকিং খাতে দক্ষতার সাথে ঝুঁকি মোকাবিলার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রচলিত তত্ত্বাবধান পদ্ধতির পরিবর্তে ঝুঁকি ভিত্তিক তত্ত্বাবধান পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এসংক্রান্ত কর্মকান্ড কার্যকরভাবে সম্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রস্তুত ও নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচিতে প্রাথমিকভাবে গৃহীত উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপযোগিতা ও সুফলসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে ভবিষ্যতে করণীয় কর্মপন্থা নির্ধারণপূর্বক প্রকল্পের আওতায় একটি বিশদ কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সে মোতাবেক আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচির পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ কম্পোনেন্টের আওতায় রেসিডেন্ট ম্যাক্রো প্রুডেন্সিয়াল স্পেশালিস্ট তার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন।

৩. উৎপাদনশীলখাতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদান

বর্তমান আর্থিক বাজার কাঠামোর অন্যতম একটি অসুবিধা হচ্ছে দেশের উৎপাদনশীল খাতের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ চাহিদা পূরণের অপর্যাপ্ত উৎস। ফলশ্রুতিতে, দীর্ঘমেয়াদি ঋণ চাহিদা মেটানো হচ্ছে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন দ্বারা যা ব্যাংক এবং বিনিয়োগকারী উভয়ের জন্যই অসুবিধা সৃষ্টি

করছে। উৎপাদনশীল খাতে প্রযুক্তি এবং উৎপাদনগত উৎকর্ষতা সাধন এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত মান চর্চার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির হার বজায় রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের চাহিদা রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে প্রকল্পের এই কম্পোনেন্টের আওতায় অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (Participating Financial Institutions- PFI) মাধ্যমে নির্ধারিত মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে উৎপাদনশীল খাতে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বৈদেশিক মুদ্রায় দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হবে। উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন ব্যবসা স্থাপন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য এ সুবিধা পাওয়া যাবে। পিএফআইসমূহ এবং ঋণগ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ৩১টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের পিএফআই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত প্রায় ২০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর ঋণ আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে যার মধ্যে ১১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, একজন এনভায়রনমেন্টাল রেগুলেশন্স কমপ্লায়েন্স বিশেষজ্ঞ এবং একজন দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প অর্থায়ন পরামর্শক দায়িত্ব পালন করছেন।

আইনগত সংস্কার

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তির স্বার্থে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। সর্বশেষ ২০১০ সালে আইনটি সংশোধিত হয়েছে। উক্ত আইনের ৫ম পরিচ্ছেদ (ধারা ২২-২৫) অনুযায়ী বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (ADR) মাধ্যমে ঋণ আদায় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার বিষয়ে ইতঃপূর্বে ব্যাংকসমূহকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। ADR এর মাধ্যমে মামলা আরো দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। 'ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১' (২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৩৮, ৩৯, ৩৯(ক), ৩৯(খ) এবং ৪০ ধারার বিধান ও 'ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫' এর ভিত্তিতে এবং ব্যাসেল কমিটির মূল নীতি নং ২৭ এর আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি খসড়া গাইডলাইন (Guidelines on External Audit of Banks) প্রণয়ন করা হয়েছে যা চূড়ান্তকরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে (বিডিবিএল ব্যতীত) পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সমঝোতা স্মারকের (MoU) আওতায় তদারকি করা হচ্ছে। সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রুপালী এবং বেসিক ব্যাংকের সাথে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকে (MoU) সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিশেষত ঋণ ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন, দায় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনয়ন, পরিচালন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক তার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে নিবিড় তদারকি করা হয়। সমঝোতা স্মারকে (MoU) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ব্যাংকগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত মনিটর করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে, বিশেষায়িত দুটি ব্যাংকে (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক) ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকের (MoU) আওতায় তদারকি অব্যাহত রাখা হয়েছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

দেশের বিদ্যমান ব্যাংকগুলোকে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ও দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরো মজবুত ও শক্তিশালী করার জন্য মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কারসহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে) নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- ব্যাংকগুলোর সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনা অধিকতর সুসংহত করার লক্ষ্যে মার্চ ২০১৬তে জারিকৃত Asset-Liability Management Guidelines এর আলোকে নতুন প্রবর্তিত দুটি বিবরণী যথাক্রমে Wholesale Borrowing এবং Commitment Limit এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর তারল্য ব্যবস্থা নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।
- 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩' এর অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য আইনের অধীনে গঠিত বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাংকের Exposure (ঋণ, আমানত বা অন্য যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) সম্পর্কিত বিস্তারিত

তথ্য পৃথক বিবরণীর মাধ্যমে সংগ্রহ করতঃ তদারকি জোরদার করা হয়েছে।

- সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের মূলধন ভিত্তি, তারল্য পরিস্থিতি, আন্তঃব্যাংক নির্ভরশীলতা এবং সর্বোপরি ব্যাসেল-৩ অনুসারে LCR ও NSFR এর নির্ধারিত মাত্রা সংরক্ষণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এসব আর্থিক সূচকে ব্যাংকগুলোর অবস্থান অধিকতর সুসংহত করার এবং আমানতের প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রিম প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অগ্রিম-আমানত হার (ADR)/ বিনিয়োগ-আমানত হার (IDR) পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।
- ব্যাংকগুলোর কমার্শিয়াল পেপারে বিনিয়োগ সংক্রান্ত গাইডলাইন জারির প্রেক্ষিতে এতৎসংক্রান্ত বিনিয়োগ প্রতি ত্রৈমাসিক অন্তে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

বক্স ৫.১

ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন

ব্যাসেল কাঠামো বাস্তবায়নে ডিসেম্বর ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত সংশোধিত গাইডলাইন 'Guidelines on Risk Based Capital Adequacy (Revised Regulatory Capital Framework for Banks in Line with Basel III)' এর আওতায় মূলধন পর্যাপ্ততার নীতিমালাসমূহ ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে জানুয়ারি ২০২০ সময় পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাসেল-৩ এর মূল লক্ষ্য ব্যাংকিং খাতকে অধিকতর স্থিতিশীলতা প্রদানের পাশাপাশি এর ঝুঁকি সহনশীলতা বাড়ানো এবং ব্যাংকসমূহকে একক ও সামগ্রিকভাবে ভবিষ্যত ব্যাংকিং খাতে উদ্ভূত আর্থিক বা অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় প্রস্তুত করা। ফলে এখন থেকে ব্যাংকগুলোকে পর্যাপ্ত মূলধনের পাশাপাশি বিভিন্ন ঝুঁকিরোধক মূলধন তহবিল (Capital Buffer) সময় সময় নির্দিষ্ট হারে সংরক্ষণ করতে হবে। ব্যাসেল-৩ এর আওতায় এই ঝুঁকিরোধক মূলধন তহবিল সমূহের মধ্যে আপদকালীন সুরক্ষা তহবিল (Capital Conservation Buffer) ও আবর্তনমূলক সুরক্ষা তহবিল (Counter Cyclical Buffer) ব্যাংকিং খাত তথা সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক খাতের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে। পাশাপাশি তা ব্যাংকিং খাতের অতিরিক্ত ঋণ প্রবৃদ্ধির সময়কালীন উদ্ভূত ঝুঁকি মোকাবেলাতেও ভূমিকা পালন করবে।

ব্যাসেল-৩ নীতিমালায় মূলধনের গুণগতমান বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যাংকসমূহের জন্য আবশ্যিকভাবে সংরক্ষিতব্য মূলধনের পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত ব্যাসেল-৩ সংক্রান্ত নীতিমালায় শতকরা ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় মূলধন হার ১০ শতাংশ এবং এর অতিরিক্ত হিসেবে শতকরা ২.৫ শতাংশ এর সমপরিমাণ আপদকালীন সুরক্ষা তহবিল রাখতে হবে যা Common Equity Tier-1 (CET1) মূলধন হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। ২০১৬ সাল হতে ০.৬২৫ শতাংশ হারে এই বাফার সংরক্ষণ শুরু হয়েছে (২০১৭ সালে ১.২৫ শতাংশ) যা ২০১৯ সাল নাগাদ ২.৫ শতাংশ হবে। সংকটকালীন সময়ে সম্পূরক মূলধন হিসেবে ব্যাংকসমূহকে সুরক্ষা দেয়ার পাশাপাশি শেয়ার পুনঃক্রয় বা লভ্যাংশ বিতরণ বা বোনাস প্রদানের ক্ষেত্রে আপৎকালীন তহবিল অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

তফসিলি ব্যাংকসমূহ ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখ হতে ব্যাসেল-৩ এর আলোকে মূলধন পর্যাপ্ততার প্রতিবেদন/বিবরণী প্রস্তুত করছে। সে অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে সমগ্র ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় গড় মূলধন পর্যাপ্ততার হার *Capital to Risk-Weighted Asset Ratio (CRAR)* ১০.৬৫ শতাংশ এবং CET1 অনুপাত ৭.৪৫ শতাংশ যা সামগ্রিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যাসেল-৩ নীতিমালার ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত (যথাক্রমে *CRAR* ১০ শতাংশ এবং CET1 ৪.৫ শতাংশ) এর চেয়ে বেশি। উক্ত সময়ে ব্যাসেল-৩ নীতিমালার আওতায় সর্বমোট ৫৭ টি ব্যাংকের মধ্যে যথাক্রমে ৫ টি ব্যাংক প্রয়োজনীয় ন্যূনতম CET1 এবং ৯ টি ব্যাংক *CRAR* সংরক্ষণে সক্ষম হয়নি।

দেশে একটি জনস্বার্থমুখী আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেমস্ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেমস এর কৌশলপত্র প্রণয়ন; অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউস স্থাপন ও এর সামগ্রিক কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালন; মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর অনুমোদন প্রদান ও যথাযথ পরিবীক্ষণ (Oversight); ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ এর উন্নয়ন এবং ই-পেমেন্ট সিস্টেমস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ; পেমেন্ট সিস্টেম সংক্রান্ত আইন ও প্রবিধিগত অবকাঠামো প্রণয়ন; ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) কার্যক্রম চালু, রেমিট্যান্স প্রবাহ ত্বরান্বিতকরণ; এবং 'Real Time Gross Settlement(RTGS)' বাস্তবায়ন করছে।

Alternative Payment Channels হিসাবে ব্যাংকিং খাতে মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে ২৯টি ব্যাংককে মোবাইল প্রযুক্তিভিত্তিক আর্থিক সেবা প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল যার মধ্যে ১৮টি ব্যাংক বর্তমানে সেবাটি দিচ্ছে। এদের মধ্যে ১৮টি ব্যাংক এর আওতায় ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স এর অর্থ বিতরণ, এজেন্ট/ব্যাংক শাখা/এটিএম/মোবাইল অপারেটর আউটলেট এর মাধ্যমে অর্থ আদান প্রদান/ লেনদেন, ব্যক্তি কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ পরিশোধ (যেমনঃ ইউটিলিটি বিল), বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যক্তির অর্থ পরিশোধ (যেমনঃ কর্পোরেট/শিল্প কারখানা/অফিস সমূহের বেতন বিতরণ), সরকার কর্তৃক ব্যাক্তির অর্থ পরিশোধ (যেমনঃ বয়স্ক ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ইত্যাদি), ব্যক্তি কর্তৃক সরকারের অর্থ পরিশোধ (যেমন কর পরিশোধ), ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির লেনদেনসমূহ (একজনের নিবন্ধনকৃত মোবাইল একাউন্ট থেকে আরেকজনের নিবন্ধনকৃত মোবাইল একাউন্টে) এবং অন্যান্য লেনদেনসমূহ যেমন মাইক্রোফাইন্যান্স, ওভারড্রন সুবিধা ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস- এর আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট এজেন্ট সংখ্যা ছিল ৭,৯৬,৭৩৪ এবং নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৫৯৬.৪৫ লক্ষ যার মধ্যে

সক্রিয় একাউন্টের সংখ্যা প্রায় ২০৮.৩১ লক্ষ। ফেব্রুয়ারি ২০১৮তে মোট ১৬,২০,৮১,৯৩২টি লেনদেনের মাধ্যমে ২৮,৪৪৫.৩৩ কোটি টাকা লেনদেন হয় এবং গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১,০১৫.৯০ কোটি টাকা লেনদেন হয়।

উল্লেখ্য, ২৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংক বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে অনলাইন কেনাকাটার পরিশোধ সেবা প্রদান করছে। ইন্টারনেট ব্যাংকিং এ প্রতিদিন গড়ে ৭৪.৫২ কোটি টাকার লেনদেন হয়ে থাকে এবং ই-কমার্স এর ক্ষেত্রে প্রতিদিন গড়ে ১.৮৮ কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ লেনদেন ও ১.৪৬ কোটি টাকা বৈদেশিক লেনদেন হয় ।

মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক তথ্য আদান প্রদানের প্রয়োজনে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৬টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। যার মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫টি দেশের এফআইইউ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। দেশগুলো হচ্ছে- মোনাকো, ভেনেজুয়েলা, সলোমন আইল্যান্ড, ভানুয়াতু ও পাপুয়া নিউগিনি।

- সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যাতে কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন না করতে পারে সে বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিএফআইইউ কর্তৃক বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিএফআইইউ নির্দেশনা মোতাবেক সকল ব্যাংকের পরিপালন কার্যক্রম নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন পরিচালনা করা হচ্ছে।

- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিএফআইইউ কর্তৃক গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিপালনীয় নির্দেশনা জারী করা হয়েছে। পাশাপাশি ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশে কার্যরত সকল বীমা কোম্পানীর জন্য ইউনিফর্ম কেওয়াইসি প্রোফাইল প্রবর্তন করা হয়েছে।

- সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসে ঝুঁকি সনাক্তকরণ ও মূল্যায়ন; সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক যোগসূত্র উদঘাটনের কার্যক্রম গ্রহণে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্তে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিতে বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এনএসআই), প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) সহ বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাগণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

- বিএফআইইউ ব্যাংকসহ অন্যান্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের সকল জেলাতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং বিএফআইইউ এক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে তথ্য বিনিময় ও আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএফআইইউ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর মধ্যে গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকের আওতায় সংস্থা দুটি নিজেদের ডাটা বেজে রক্ষিত তথ্যাদি আদান-প্রদান এবং মানি লন্ডারিং অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারবে।

- মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা জোরদারের লক্ষ্যে বিএফআইইউ বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা; যেমন- এপিজি, এগমন্ট গ্রুপ, এফএটিএফ ও বিমসটেক এর মতো সংস্থাগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রেখেছে। বাংলাদেশ সরকার ও বিএফআইইউ-এর কর্মকর্তাগণ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে বিএফআইইউ বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে।

পুঁজিবাজার

পুঁজিবাজার উন্নয়ন ও সংস্কার কার্যক্রম

দক্ষ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ পুঁজিবাজার দেশের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরূপ নিরপেক্ষ জবাবদিহিতামূলক একটি পুঁজিবাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিএসইসি প্রতিষ্ঠিত হয়। যার মূল উদ্দেশ্যসমূহঃ

- সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
- সিকিউরিটিজ মার্কেটের উন্নয়ন এবং
- এতৎসংক্রান্ত বিষয়াবলী বা তদাধীনে আনুষঙ্গিক বিধি প্রণয়ন।

সিকিউরিটিজ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন তার সকল কাজ পরিচালনা করে থাকে। কমিশনের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

- সিকিউরিটিজ ইস্যুর অনুমোদন;
- বিধি প্রণয়ন;
- বাজার তদারকী ও সার্ভেইল্যান্স, কর্পোরেট গর্ভনেন্স, এনফোর্সমেন্ট কার্যাবলী এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য সচেতনামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইত্যাদির মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
- এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ;
- পুঁজিবাজার ও বাজার মধ্যস্থতাকারীদের নিয়ন্ত্রণ;
- গবেষণা পরিচালনা ও তথ্য প্রকাশ।

প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন

- বাং'লাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বাজার সৃষ্টিকারী) বিধিমালা, ২০১৭' প্রণয়ন;
- 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেটলমেন্ট) বিধিমালা, ২০১৭' প্রণয়ন;
- 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) বিধিমালা, ২০১৫' এর সংশোধন;

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য সংস্কার

স্থিতিশীল পুঁজিবাজারের স্বার্থে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শেয়ারের সরবরাহ বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বৃদ্ধিসহ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক সময়ে পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পুঁজিবাজারের দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপঃ

- সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্বের সকল সাধারণ বিনিয়োগকারীগণের জন্য IOSCO প্রথমবারের মত ২-৮ অক্টোবর ২০১৭ তারিখ 'বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০১৭' ঘোষণা করে। কমিশন বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা ও শিক্ষা বিষয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠান, র‍্যালি, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম, ক্রোড়পত্র প্রকাশ, স্মরণিকা প্রকাশ, টিভিতে টক শো প্রচারসহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।
- কমিশন, ভারতের National Institute of Securities Market এর সহায়তায় ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দান করার লক্ষ্যে সারা দেশে প্রায় ১,৪০০ প্রশিক্ষককে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে;
- কমিশন ইনোভেশন কর্মসূচির আওতায় ওয়েবসাইটে ই-নোটিশ বোর্ড চালু এবং উক্ত ওয়েবসাইটে সিকিউরিটিজ আইনের অধীনে প্রণীত বিধি ও নোটিফিকেশনসমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে;
- 'মার্জিন রুলস, ১৯৯৯' এর রুল ৩ (৫) এর কার্যকারিতা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত স্থগিত করেছে;
- মার্চেন্ট ব্যাংকারের মার্জিন হিসাবে ঋণাত্বক ইক্যুইটি সম্পর্কিত আদেশ প্রদান করেছে;
- অনাদায়কৃত ক্ষতির বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে নির্দেশনা প্রদান করেছে;
- কমিশনের দরপত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে;
- ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রাথমিক গণ প্রস্তাব (IPO) তে ২০ শতাংশ কোটার মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বর্ধিত করেছে;
- রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশালে 'বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা কনফারেন্স এবং বিনিয়োগ শিক্ষা মেলা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে;
- কমিশন a2i প্রকল্পের সহায়তায় ই ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিশন কার্যালয়ে ইনডাকশন সেশন উপস্থাপন করে এবং এ লক্ষ্যে ৮৪ জন কর্মকর্তার ইউজার আইডি তৈরির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করেছে।

বাজার পরিস্থিতি

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই)

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৭ সালের জুন মাসের ৫৬৩টি

থেকে বেড়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ৫৬৮টিতে দাঁড়ায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,১৯,৪৭১.২৪ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৭ এর তুলনায় ২.৫১ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩,৮০,১০০.১০ কোটি টাকা, যা ৬.৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৪,০৪,৪৩৮.৯১ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০১৭ সালের জুন শেষে ছিল ৫,৬৫৬.০৫ পয়েন্ট যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ২.৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫,৮০৪.৯৪ পয়েন্ট। জুন- ডিসেম্বর ২০১৭ সময়ে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ১,১৬,৫৫১.০৮ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১,১৯,৪১৬.২১ কোটি টাকায় উন্নীত হয় যা পূর্বের তুলনায় ২.৪৬ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে বাজার মূলধন ৩,৮০,১০০.১০ কোটি টাকা থেকে ৪,২২,৮৯৪.৫৫ কোটি টাকায় উন্নীত হয় যা পূর্বের তুলনায় ১১.২৬ শতাংশ বেশি।

সারণি ৫.৭: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/ মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ডিএসই সাধারণ মূল্যসূচক*	ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স)**
২০০৫-০৬	৩০৩	১৮	৮,৫৭২.২৬	২১,৫৪২.১৯	৪,৬০০.৮২	১৩৩৯.৫৩	-
২০০৬-০৭	৩২৫	১০	১৬,৪২৭.৯৩	৪৭,৫৮৫.৫৪	১৬,৪৬৭.১৬	২১৪৯.৩২	-
২০০৭-০৮	৩৭৮	১৩	২৮,৪৩৭.৯৭	৯৩,১০২.৫২	৫৪,৩২৮.৬০	৩০০০.৫০	-
২০০৮-০৯	৪৪৩	১৭	৪৫,৭৯৪.৪০	১২৪,১৩৩.৯০	৮৯,৩৭৮.৯২	৩০১০.২৬	-
২০০৯-১০	৪৫০	২৩	৬০,৭২৬.২৯	২৭০,০৭৪.৪৬	২৫৬,৩৪৯.৮৬	৬১৫৩.৬৮	-
২০১০-১১	৪৯০	১৯	৮০,৬৮৩.৯১	২৮৫,৩৮৯.২২	৩২৫,৯১৫.২৬	৬১১৭.২৩	-
২০১১-১২	৫১১	১৫	৯৩,৩৬২.৯৬	২৪৯,১৬১.২৯	১১৭,১৪৫.১৪	৪৫৭২.৮৮	-
২০১২-১৩	৫২৫	১৫	৯৮,৩৫৮.৯৭	২৫৩,০২৪.৬০	৮৫,৭০৮.৯৭	-	৪১০৪.৬৫
২০১৩-১৪	৫৩৬	১৩	১০৩,২০৭.৬৪	২৯৪,৩২০.২৩	১১২,৫৩৯.৮৪	-	৪৪৮০.৫২
২০১৪-১৫	৫৫৫	১৬	১০৯,১৯৫.৩৫	৩২৪,৭৩০.৬৩	১১২,৩৫১.৯৫	-	৪৫৮৩.১১
২০১৫-১৬	৫৫৯	১১	১১২৭৪১.০০	৩১৮৫৭৪.৯৩	১০৭২৪৬.০৭	-	৪৫০৭.৫৮
২০১৬-১৭	৫৬২	৬	১১৪৯১০.০৮	৩৭৩৯৩০.৩৬	১২১০১৯.৬৯		৫৬১২.৭০
২০১৭-১৮***	৫৬৮	৭	১১৯,৪৭১.২৪	৪০৪,৪৩৮.৯১	১২১,৫৭২.১৯	-	৫৮০৪.৯৪

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

নোট: * আগস্ট ০১, ২০১৩, ডিএসই এর ওয়েবসাইট থেকে ডিএসই সাধারণ মূল্যসূচক প্রদর্শন বন্ধ করা হয়।

** এস অ্যান্ড পি প্রদত্ত পদ্ধতি 'ডিএসই বাংলাদেশ ইন্ডেক্স মেথডলজি' অনুযায়ী জানুয়ারি ২৮, ২০১৩ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড নতুন বেঞ্চমার্ক ইনডেক্স ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) চালু করে।

*** ফেব্রুয়ারি ২০১৮

লেখচিত্র ৫.৫: ডিএসই'র বাজার মূলধন ও ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) এর গতিধারা

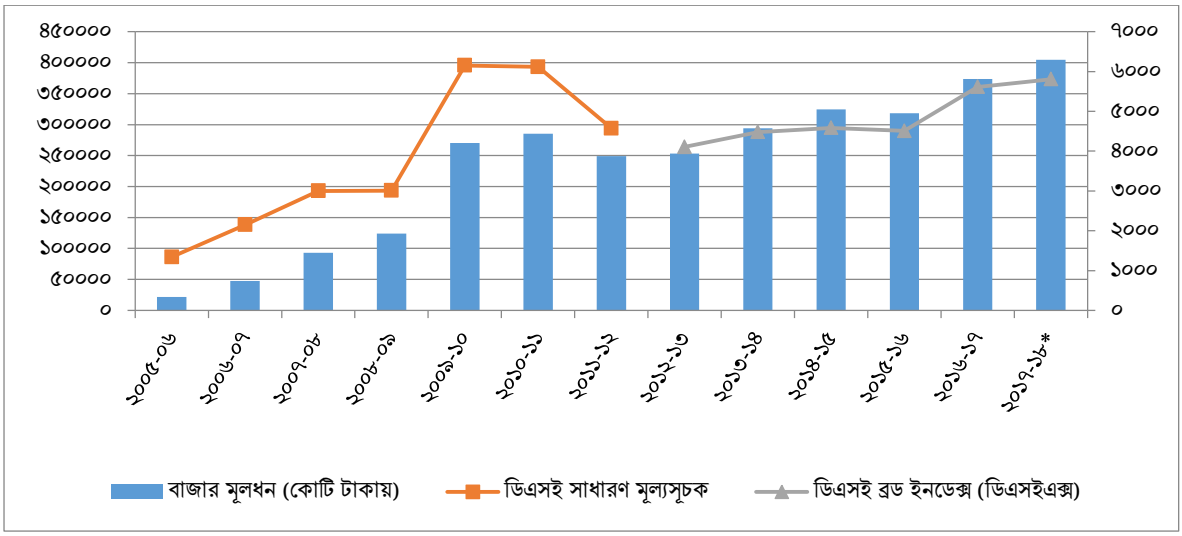

উৎস: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড। * ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১৭ সালের জুন মাসের ৩০৩টি থেকে বেড়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ৩০৮টিতে দাঁড়ায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৩,০৯৩.৪৮ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০১৭ এর ৬০,৬৫৭.২০ কোটি টাকার তুলনায় ৪.০২ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩,১১,৩২৪.২৯ কোটি টাকা, যা ৭.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৩,৩৪,৫৬০.০৫ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সার্বিক মূল্য সূচক ২০১৭ সালের জুন শেষে ছিল ১৭,৫১৬.৭১ পয়েন্ট, যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তে ২.৩৪ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৭,৯২৬.৪৩ পয়েন্ট।

সারণি ৫.৮: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/ মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সিএসই সার্বিক মূল্যসূচক
২০০৫-০৬	২১৩	১৯	৬৩৭৫.০২	১৯৫৫৫.১৭	১১৪৩.৯১	২৮৭৯.১৯
২০০৬-০৭	২১৯	১০	৮২২৫.১৭	৩৯৯২৬.৮২	৩৪৩৭.৭৪	৫১৯৪.৭৬
২০০৭-০৮	২৩১	১৪	১০৩১৪.০৮	৭৭৭৭৪.২৮	৮০১৬.২১	৯০৫০.৫৬
২০০৮-০৯	২৪৬	১৮	১৪২৪৬.৫৫	৯৭৪৯৪.৮২	১২৫১৮.২৫	১০৪৭৭.৬৭
২০০৯-১০	২৩২	২৩	২০৬৭৭.৩৯	২২৪১৭৬.৭৮	২১৭১১.২৩	১৮১১৬.০৫
২০১০-১১	২২০	১৯	৩০১৫৫.৩৩	২২৫৯৭৭.৭৮	৩২১৬৮.২৩	১৭০৫৯.৫৩
২০১১-১২	২৫১	১৫	৩৭৫২৭.৪৯	১৮৭৮১৭.১৪	১৩৪৮৫.৪৯	১৩৭৩৬.৪২
২০১২-১৩	২৬৬	১৫	৪২৩৩৮.০৯	১৯১৯০৭.০৩	১০১৯৮.৫২	১২৭৩৮.২৩
২০১৩-১৪	২৭৬	১৩	৪৭০৮৩.৯৭	২২৯৭৭২.৮২	১০২১৮.২৭	১৩৭৬৬.২৩
২০১৪-১৫	২৯২	২০	৫০১৩০.৬৩	২৫৭১৪৬.৪০	৯৬৪৮.০০	১৪০৯৭.১৭
২০১৫-১৬	২৯৮	১১	৫৬৬০৭.৬০	২৪৯৬৮৪.৮৯	৭৭৪৭.১৬	১৩৬২৩.০৭
২০১৬-১৭	৩০২	৭	৫৮৭০৯.৩৭	৩০৬৪১৩.৫৬	৭৩৬১.৮০	১৭৩৭৫.৭২
২০১৭-১৮*	৩০৮	৭	৬৩০৯৩.৪৮	৩৩৪৫৬০.০৫	৮৩৭২.৫৬	১৭৯২৬.৪৪

উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড * ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত

নোট: ৯ ডিসেম্বর ২০০৩ হতে ভারিত গড় (weighted average) সূচক প্রত্যাহার করে সার্বিকভাবে সাধারণ শেয়ার মুল্যসুচক পদ্ধতিতে (Z- গ্রুপ বাদ দিয়ে) গণনা করা হচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে সিএসইতে সূচকের ভিত্তি ১০০০।

লেখচিত্র ৫.৬: সিএসই'র বাজার মূলধন ও সাধারণ মূল্যসূচক এর গতিধারা

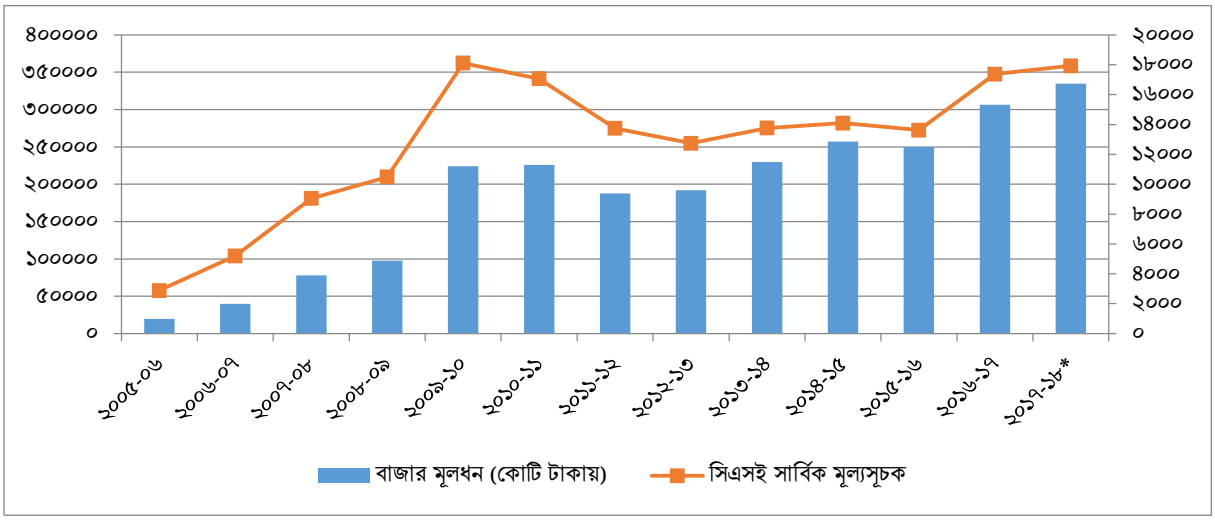

উৎস: চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড * ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।